MAR. 08 2002

দৈনিক সংবাদ

বিশ্ব ... ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

শুক্রবার, ৮ মার্চ ২০০২, ২৪ ফাল্গুন ১৪০৮

বিশ্ব নারী দিবস

চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে

আজ ৮ মার্চ; আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে এই দিবস।

এ বছর বাংলাদেশে যখন বিশ্ব নারী দিবস উদযাপিত হচ্ছে তখন নারীর প্রতি সহিংসতার এক চরম রূপ প্রত্যক্ষ করছি আমরা। গত এক মাসে বেশ কয়েকজন কিশোরী-তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গ্লানি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে বেশ কয়েকজন। এসিড নিক্ষেপের ঘটনাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। বেড়েছে ঘরে ও বাইরে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। দেশের অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রথম টার্গেটই যেন নারী। নারীই সেই সামাজিক গ্রুপ, যাদের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক।

সেই বেগম রোকেয়ার যুগ থেকে সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের সংগ্রাম চলছে কিন্তু এই পথে অগ্রগতি হয়েছে অল্পই। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আসেনি। এক দশক ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করছেন দুজন নারী। তারা দেশের সর্ববৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলও পরিচালনা করছেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, দেশ পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাই এখনো প্রকট। তাই তো নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়নের পথে এত বাধা। সংসদে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান কেন করা হয় না, মুখে মুখে উভয় দলই এর পক্ষে কথা বললেও কার্যত তা কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না—এসব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, বাস্তব প্রশ্ন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের মেধা ও সাফল্যের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। স্কুল-কলেজের মেধা তালিকায় মেয়েদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, আইন পেশায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও কৃতিত্বের ঘটনা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এবং আরো বাড়ছে। তথাপি প্রশাসন ও সমাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পদগুলোতে নারীর অবস্থান প্রায় নেই বললেই চলে।

আনন্দের কথা এই যে নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এমন পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজ প্রথম আলো ও এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন আয়োজিত এসিড সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলে পুরুষরাও অংশ নেবেন।

আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অর্থনৈতিক দুর্যোগ, সামাজিক বিপর্যয়—সকল সংকটময় মুহূর্তে নারীর অতিরিক্ত নাজুক অবস্থার প্রথম কারণ নারীর প্রতি আমাদের পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি। নাগরিক সমাজের প্রথম কর্তব্য সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। অতঃপর সকলের ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে নারীর মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য রাষ্ট্রকেও চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে হবে।